নির্ম্মাল্য

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল.,

১৩৩৪

মূল্য ।৷৹ আনা মাত্র

প্রকাশক—

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র,

৩।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,

৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৮

৫২৪।২৭

উৎসর্গ পত্র

দীর্ঘ দিনের সুখদুঃখস্মৃতি শান্তিহীন এ জীবনে

ভরিয়া এনেছি অর্ঘ্য আজিকে অঞ্জলি দিতে চরণে,

ভক্তিপূত অঞ্জলি এযে শ্রদ্ধার উপহার,

লও লও দেব, এনেছি যে "নির্ম্মাল্য" পূজার।

নির্ম্মাল্য

(ক)

বিদেশে সুদূরে যবে,
জনক আমার
সহসা জীবন-গ্রন্থি,
ছিঁড়িল তোমার,
স্বজনে ছাড়িয়া চির,
করিলে প্রয়াণ
অধম সন্তানে স্মরি',
কেঁদেছিল প্রাণ !

(খ)

কর্ত্তব্য জীবন ভরি,
করেছিলে তুমি,
প্রণমি তোমারে পিতঃ
চরণে প্রণমি !

প্রশস্ত ললাট তব,

প্রফুল্ল আনন,

কাহারো ভয়েতে কভু,

টলেনি চরণ ;

(গ)

দীনের তরেতে শুধু,

কাঁদিত হৃদয়,

আশ্রিতে কখনো তুমি,

হওনি নিদয়,

অতুল ঐশ্বর্য্য মাঝে,

একটীও দিন,

পারনি ভুলিতে তুমি,

সে মুখ মলিন !

(ঘ)

উৎসর্গ করিলে শেষে,

পুণ্য দেহ তব

ধাতার চরণ তলে,

অর্ঘ্য অভিনব !

কঠোর কর্ত্তব্য সারি,

সে অমূল্য প্রাণ,

অঞ্জলি রূপেতে তাহা,

করিলে যে দান

(ঙ)

'পুরুলিয়া' হয়ে আছে,

পুণ্য তীর্থ মোর,

সেথায় বরিয়াছিলে,

মহানিদ্রা ঘোর,

সাধক তুমি হে সত্য,

তাই হাস্য মুখে

চরণে দলিয়া গেলে,

নশ্বর বৈভবে !

(চ)

কর্ম্মবীর ! মহাপ্রাণ !

আদর্শ মানব,

ধন্য হে জনম তব

পুরুষ পুঙ্গব,

অক্ষম তনয় আর,

কি দিবে তোমায়,

গাঁথিয়া এনেছে গাথা,

অন্তর ব্যথায় !

এস এ জীবনে,

চঞ্চল চরণে,

এস এস ল'য়ে,

দুহাত ভরিয়ে,

প্রীতির স্নেহের,

শান্তির, প্রেমের,

অটল মহিমা,

অতুল গরিমা ;

জীবনের মাঝে,

সকল সে কাযে

পুলক পরশে,

সুখের আবেশে,

হৃদয় ভরিয়া,

অধীর করিয়া,

উঠুক বাজিয়া,

নাচিয়া নাচিয়া,

তোমার মধুর,

হারান সে সুর ;

সে সুর শুনিতে চাই

এসেছি এসেছি তাই ;

আমি বঞ্চিত হয়েছিনু জীবনে,

আজি লাঞ্ছিত হব কি গো মরণে ?

নির্ম্মাল্য

জগতে এসেছি কি গো কাঁদিয়া মরিতে,
প্রিয়জনে ছেড়ে শেষে, আঁধারে মিলাতে ?
এত মেশামেশি কিগো সবি পরিহাস,
আগত বিরহে মাখা প্রণয় উল্লাস ?
মধুর মিলন মাঝে বিয়োগের ব্যথা,
করুণ কাতর সুরে বাজে যে গো হেথা ;
প্রাণভরা আশা মাঝে নিরাশার ছায়া
সৌদামিনী হ'তে কিগো চপল এ কায়া ?
মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে দেখি ধরা সুশোভন
ভেসে এসে কাণে বাজে আকুল ক্রন্দন,
মরীচিকা সবি যদি বিরাট ছলনা,
দিয়েছ প্রাণেতে কেন ক্ষণিক চেতনা ?
রবি ত' নিভিবে না, চাঁদিমা ডুবিবে না,
যারে আমি চাই শুধু সেই কি রবেনা ?
মলয় বহিয়া যাবে, বহিত যেমন,
জীবন মাঝারে আমি হেরিব মরণ !

("প্রভাতী"তে প্রকাশিত)

কেন এসেছিলে, লয়ে হাসিমুখ,
কেন এসেছিলে, দিতে এত দুঃখ ?
কেন এসেছিলে গৃহ আলো ক'রে,
কেন বা ডুবালে, গভীর আঁধারে ?
জননীর কোল, খালি ক'রে আজ,
কোথায় লুকালে, সে আঁখি সলাজ ?
না ফুটিতে ফুল, ঝরিল মুকুল
করে' গেলে তুমি, সবারে আকুল !
কেন মায়া পাশে, বাঁধিলে বালক,
কেন বা ছলিলে, জননী জনক ?

এত নিরদয় কেমনে হইলে বিধি,
কেমনে হরিলে তার নয়নের নিধি ?
নাহি কি হৃদয়ে তব করুণার লেশ,
পশেনি কি কাণে তব সে মিনতি শেষ ?
কোন্ প্রাণে হায় ! তার সিঁথির সিঁদুর,
মুছাইয়া দিলে প্রভু হইয়ে নিঠুর ?
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে কিবা সুখ পাও,
প্রেয়সীর বুক হ'তে কেন কেড়ে নাও ?
'ব্যথাহারী' নাম কবে কে দিল তোমারে,
কত অবলারে তুমি ভাসাও পাথারে !
কর্ম্মফল যদি সত্য, তুমি দাস তার,
কিসের ঠাকুর তুমি, কি আছে পূজার ?
কোন্ অর্ঘ্যে তুষ্ট তুমি কিসে অভিলাষ,
অবলার পতি বুঝি পুরে তব আশ ?
পতিহীনা পুত্রহীনা করি বজ্র হানি
হতভাগিনীরে শেষে লও কোলে টানি !
কেন তবে দাও হে পাতিতে সংসার,
কেন ভেঙ্গে দিয়ে যাও করে' ছারখার ?

নির্ম্মাল্য

ঐ যে পথের ধারে,

পড়িয়ে রয়েছে সে,

বিশ্বের ঠেলাফেলা,

বড়ই অনাথ যে

ছিল সব তার,

ধন, মান, পদ,

ছিল পুত্র জায়া,

সুহৃৎ সম্পদ্

একে একে সব,

ঘুচিয়ে গিয়েছে

সে সুখের স্মৃতি,

মুছিয়ে দিয়েছে ;

নাই সেই রূপ,

নাই সেই কায়া,

আছে মাত্র তার,

নিদারুণ ছায়া,

জরায় শিথিল,

বিকল সে দেহ,

নাহিক জগতে,

তাহার যে কেহ ;

আজি তবু কেন,

এই পরিহাস

সে ভগ্ন হৃদয়ে,

আর কেন শ্বাস ?

কৃপা বিতরণ,

ছিল যার ব্রত,

কৃপার ভিখারী

হবে কে জানিত ?

থামিয়ে দাওনা,

ও বুকের জ্বালা,

সমাজের সে যে,

"দূরে ঠেলে ফেলা" !

আমি দীন হতে চাই দীনতর,
হীন হতে চাই—হীনতর,
দীনতার, হীনতার কালিমা সে,
এ বিশ্ব জুড়িয়া রয়েছে যে,
আমি চাই তারি সাথে যেতে মিশায়ে,
মলিনতা তারি যত মাখিয়ে ;
আমি চাহিনা ধনজন গৌরব,
চাহিনা গো কীর্ত্তির সৌরভ,
আমি চাই শুধু দীনতার ধূলি,
লইতে তাহা মস্তকে তুলি,
(আমি) পারিনা দেখিতে ও মলিন মুখ,
চাহিনা ওগো পরিপূরিত সুখ,
ঐশ্বর্য্য মাগিব কি সুখের আশে,
চঞ্চল আলেয়া সেথা উপহাসে,
ভুবন ভরিয়া এই দীনের কালিমা,
তাহাতে জড়ান আছে অপূর্ব্ব মহিমা !

প্রাণভরা আশা যবে নিভে যায়,
তৃষিত কাতর নয়নেতে চায়
গর্ব্বিত বুকে বেদনা অশ্রু ঝরে,
নিবিড় আঁধারে যায় মুখ ভ'রে,
শত কল্পিত সুখ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে,
পরাজয় আসে হীনতা লয়ে,
সে দিন সে সুখের সমাধি মাঝে,
কে পারে দাঁড়াতে গো মলিন সাজে ?
আজি সে কেমনে ধূলার উপর
সহিবে বলনা এই অনাদর ?

জীবনের আশা, যত ভালবাসা,
মিটে গেছে ঐ শ্মশানে।
যেদিন চিতায়, দিলাম বিদায়,
অন্তিম সেই শয়নে।
লোকালয় হ'তে দূরে সরে যাই,
দারুণ বেদনা লয়ে।
শ্মশান ধূলায়, এ দেহ লুটাই,
পাগলের গান গেয়ে।
পথিমাঝে মোর, আঁধারেতে ঘোর,
হারিয়ে গেছে সব যে।
বীণার সে তার, বাজেনা রে আর,
নির্ব্বাক হ'য়ে গেছে সে ;
প্রাণে সাধ ছিল, বাসিব যে ভাল,
ক্ষুদ্র জীবন ভরিয়া,
এনে দিব তারে, সতত আদরে
বিশ্বের সুধা হরিয়া !
কে জানিত হায় ! জীবন ঊষার,
নিভে যাবে আলো মোর
স্বপন ভাঙ্গিতে, বেদনা জাগাতে,
আসিবে আঁধার ঘোর !

সকলে তোমারে প্রভু ব'লে দয়াময়
মানবের প্রতি কি গো তুমিও নিদয় ?
কেন প্রলয়ের রূপে দেখা দাও প্রভু
কেন ভেঙ্গে দিয়ে যাও না বুঝিনু কভু !
কেন অভাগার জীর্ণ কুঁড়ে খানি হায়,
বরষার বাণ এসে ধুয়ে নিয়ে যায় ?
ক্ষুধিত হেথায় কেন খেতে নাহি পায়,
পাগলের মত সে যে পথে পথে ধায় !
জননীর কোল হ'তে স্বরগের দূত
কেন ফুটে ঝরে যায় কুসুম নিঁখুত ?
প্রেয়সীর প্রেমময় বাহু দুটী হ'তে,
কেবা কেড়ে লয়ে যায় তাহার দয়িতে ?
দয়ার সাগর তুমি ওহে কৃপাময়,
ঘুচাও যাতনা প্রভু হও গো সদয় !

নির্ম্মাল্য

দূরে-সুদূরেতে কেন চলে যাও,
প্রাণে এসে কেন ধরা নাহি দাও ?
সাগরের জলে, নীলিমার কোলে,
প্রভাতের মৃদু মলয় হিলোলে,
তোমারি প্রতিভা রাজে,
(ও সে) তোমারি রাগিণী বাজে ;
বিশ্ব জুড়িয়া রহিয়াছে প্রভু,
দেখা তবু কেন নাহি পাই কভু,
(যবে) মরমের কথা জানাতে যাই,
ও চরণে দেহ লুটাতে চাই,
দূরে কেন যাও সরিয়া,-
সরমের কথা বলিতে পারিনা,
হৃদয়ের দ্বার খোলা যে হয় না,
অনুতাপে যাই মরিয়া !

জীবন আমার, আলোয় ভরেছে
ঊষার লেখা চোখে লেগেছে।
পরাণ আমার, উতল হয়েছে,
জ্যোৎস্না রাতে ভালবেসেছে।
হৃদয় আমার, মুখর হয়েছে,
মলয় কাণে কথা কয়েছে।
তোমার বীণার, তারটী বেজেছে,
সে সুর আজি কাণে পশেছে।

সুপ্তির ঘোর গিয়াছে কাটি,
চিন্তার ডোর গিয়াছে টুটি,
গাহিতে তব বন্দনা গান,
উল্লাসে আজ ভরেছে প্রাণ!

নির্ম্মাল্য

চরণে যারে দলিয়ে যাও, হৃদয় যার ভাঙ্গিয়ে দাও,

তার কেন আর আশা ?

সকলে যারে গিয়াছে ভুলে, কেহনা যারে ধরিবে তুলে,

তার কেন ভালবাসা ?

বিশ্বের আলো নিভে গেছে যার, জীবন শুধুই অন্ধকার,

তার কেন বেঁচে থাকা ?

গোড়ে তোলা এই সংসার, হয় যার হায় ছারখার,

তারে কেন টেনে রাখা ?

জীবন যাহার নহেক সুখের,

মরণ তাহার নহে ত' দুঃখের !

আজি এই জ্যোছনায়
প্রাণ মোর কারে চায় ?
কে আসি জুড়াবে হিয়া,
ফুলের সুবাস দিয়া
কোমল পরশ কার,
হরিবে ব্যথার ভার ?
বীণার তারেতে কার,
ঝরিবে সুধার ধার ?
অমিয় চাহনি কার,
জুড়াবে হৃদয় মোর ?

স্বপনে ফুটিবে কার,
মধু মুখ সুকুমার,
কে বসি শিয়রে মোর,
দিবে এনে ঘুমঘোর ?

"I fear thy kisses etc."

ওগো সুন্দরি ! তব চুম্বনে আমি ভয় পাই,
স্থির জেনো তবু আমা হ'তে কোন ভয় নাই,
ব্যথায় ব্যথিত হৃদয় যে,
কুটিল চাহনি চাবেনা সে ;

তব গতি সুর ভঙ্গীতে তবু ভয় পাই,
স্থির জেনো সুন্দরি ! আমা হ'তে ভয় নাই,
অকপট হৃদয়ের প্রীতি এ
ভক্তির ও স্নেহের অঞ্জলি যে ;

"Lines to an Indian Air"

নিশার প্রথম যামে তারাগুলি মৃদু যবে হাসে,
মন্দ মরুৎ শিহরি যায়, ভরা সুললিত বাসে,
প্রথম সুপ্তির পর আধ জাগরণে,
প্রেয়সীর মুখখানি যাগে যে স্বপনে ;
সে সুখ স্বপন হ'তে না ভাঙ্গায়ে ঘুম,
কোথা লয়ে যায় মোরে অলস নিঝুম,
চেয়ে দেখি এসেছি যে তোমার কুটীর দ্বারে,
কে ল'য়ে আসিল হেথা তাই ভাবি বারে বারে !

সুরবালা আঁধারে কি হয়ে গেল ম্লান,
কে থামাল, কে থামাল, তার সেই গান ?
সে স্বপনে বিলালো যে চাঁপার সৌরভ
কে ডুবাল, কে ভুলাল তাহার গৌরব ?
কোকিলের কুহু কুহু মৃদু মধু স্বর
গেল কি মিলায়ে তার বুকের পর ?
প্রিয়তমে ! আমিও তেমনি মিশে যেতে চাই
এসেছি বুকে বুক রেখে আজ মরিতে তাই !

আমি প্রাণঘাতী যাতনায় মূর্চ্ছিত যে
এই তৃণ হ'তে আজি মোরে তুলিবে কে ?
অবশ এ ওষ্ঠে, গণ্ডে, আঁখি দুটী'পরে,
সে চুম্বন বরিষণে কে জাগাবে মোরে ?
হায় ! কপোল যে আজ রক্তহীন
জীর্ণ হৃদয়ের গতি অতি ক্ষীণ,
এসো দুহাতে বুকেতে ধরগো চাপিয়া,
সেথা পুলক শিহরণ যাক্ থামিয়া !

"When we two parted'

নিরালায় যবে তোমার সাথে,
ছাড়াছাড়ি হ'লো বিজন পথে,
হৃদয়ের ব্যথা চাপিয়া,
বুক হ'তে এনু সরিয়া,
চুম্বনে কেন হিম ঢেলে দিলে,
(বুঝি) বেদনা প্রাণেতে জাগাবে বলে ?
প্রভাত শিশির ধীরে
ঝরিল আঁখির পরে,
সে কি গো বিরহের আঁখিলোর,
ঝরেছিল দেখে বেদনা মোর ?
বল হে বঁধু এ মোর মিনতি,
কেমনে ভুলেছ সে প্রতিশ্রুতি ?
(হায়!) তোমার নাম যবে তারা করে,
লজ্জায় ঘৃণায় যাই যে ম'রে !

তোমার নাম যবে কাণে বাজে
হৃদয় আমার ভরে যে লাজে,
সহসা চমকি উঠি শিহরি,
বুকের সবটা ছিলে যে ভরি !
বেদনা তারাত' পাবে না,
তোমারে তারাত' চেনে না,
আমি শুধু পাব যাতনা,
যা ভাষায় ব্যক্ত হবে না !
স্মৃতির দহন জাগাতে পরাণে,
কেন লো আসিয়া মিলিলে বিজনে ?
জাগালে প্রাণেতে কেন এত আশ,
করিতে কি শেষে মোরে পরিহাস ?
জীবনে আবার দেখা যদি হয়,
রহিব নীরব,—কথা আর নয় !

শূন্য হৃদয় ভ'রল কে আজ পুণ্য আলোক দিয়ে,
আধেক রাতে টু'টল রে ঘুম কাহার সাড়া পেয়ে ?
হেরিনু কার আননখানি আধেক নয়ন মেলে,
কাহার কোমল পরশ বুকে অমিয় দিল ঢেলে ?
এ ক্ষুব্ধ হিয়ার রুদ্ধ দুয়ার কে দিল আজ খুলে,
সে শোভন দুটী বাহুর বাঁধন কে জড়াল গলে ?
এ বুকের আঁধার ঘুচাল কে ফুলের হাসি দিয়ে,
কে এল আজ মরুর মাঝে সুধার কলস লয়ে ?
স্বপন মাঝে কে শুনাল গো আমার প্রাণের গান
উঠ্‌ল বাজি কোন্ সুরে সে নীরব বীণার তান ?

মোহন সৌন্দর্য্যময়ী, লাবণ্য প্রতিমা,
অনন্ত যৌবনা নারী, প্রহেলিকা সমা,
বিলোল কটাক্ষপাতে মানসী আমার,
আরক্ত অধরে যবে রাখিলে অধর,
ছুটালে বিজলী বুকে, করিলে পাগল,
ফিরাতে নারিনু তোমা, পরিনু শৃঙ্খল ;
প্রেমের নিগড় কবে কে ছিঁড়িতে চায়,
পূজার নৈবেদ্য আহা ! কে ঠেলিবে পায় ?

সে দুটী কোমল হাতে সঁপে দিতে প্রাণ
জীবন ভরিয়া কবি করিছে প্রয়াণ,
সে দুটী নয়নকোণে লভিতে আশ্রয়,
কঠোর সাধনা করে যতেক হৃদয়,
ঊষার মাধুরী লয়ে, কেন লো সুন্দরি,
গুণহীন মোর গলে মাল্য দিলে বরি ?

কোথা বিশ্ব ! কোথা প্রাণ ! কোথা মহাকাল

আমি কি বুনেছি হেথা বিস্মৃতির জাল ?

কম্পিত হৃদয় কেন, চঞ্চল চরণ,

যৌবন আবেশ কিগো বরেছে মরণ ?

কেন উঠে বক্ষ ভেদি সুপ্ত হাহাকার,

সে গরিমা, সে রঙিমা ফিরিবে না আর ?

রজনী দিবস হইতে লইয়া বিদায়

আনন্দ লুকায়ে আছে কিসের ছায়ায় ?

নবীন বসন্ত আসে, শীত গ্রীষ্ম পরে,

আনে না প্রাণের সাড়া এ জীর্ণ অন্তরে !

থামিয়া আসে লো যবে সুরের ঝঙ্কার,

অশ্রুত রাগিণী প্রাণে বেজে উঠে কার ?

সৌরভ বিলায়ে দিয়ে প্রফুল্ল কুসুম,

যেমতি ঘুমায়ে পড়ে অলস নিঝুম,

বসোরা গোলাপ সম আরক্ত অধরে,

ছড়ায়ে অমিয় ধারা উদ্বেল অন্তরে,

(তুমি) ঘুমায়ে পড়িবে যবে ক্লান্ত অবসাদে,

পেলব কোমল স্মৃতি কে বহিবে মাথে ?

নির্ম্মাল্য

প্রেমের চরণ তলে, করি অর্ঘ্য দান,
অমরায় যারা আজ লভিয়াছ স্থান,
সেথা কি পেয়েছ কবি, পেয়েছ সন্ধান,
মরতে মিলে না যাহা, মৃত্যুহীন প্রাণ ?
নাকি কি বিরহ সেথা অনন্ত মিলন,
প্রেমিকার ভুজপাশে মৃদু শিহরণ !
প্রীতির অমৃতধারা, অফুরন্ত সেথা,
অথবা প্রণয় শুধু জাগাইতে ব্যথা ?
বিচ্ছেদ বিরহহীন কোথায় মিলন,
গগন ভেদিয়া যেথা উঠে না ক্রন্দন ?

জ্যোছনা রাতের স্মৃতি,　উঠিছে জাগিয়া,
করুণ তোমার সুর,　আসে যে ভাসিয়া,
পুরাতন কত কথা　মনে প'ড়ে যায়,
সুপ্ত কাহিনী ছুটে　আলেয়ার প্রায় !

হৃদয় মানে না বাধা ছুটে আঁখিলোর,
তুমি যে নাহিক পাশে, প্রণয়িণী মোর !
তবু এই স্মৃতি হ'তে প্রিয়তর আর,
কি আর আছে লো বল, জীবনে আমার ?

দাবদগ্ধ হৃদয়ের বেদনা চাপিয়া,
আর কত নিশি সখি !　রহিব সহিয়া,
পাষাণে বেঁধেছি বুক কঠিন এ হিয়া
কত বিভাবরী কেঁদে কাটান্থু যে প্রিয়া !

সুখ স্বপনের রাতে, যাহা ভাবি নাই,
চকিতের দেখা দিয়ে ঘটালে তাহাই
সাহারা মরুর মাঝে প্রেমবারি কণা,
কেন লো বিলালে সখি! করি আন্‌মনা
কেন বা জড়ালে গলে ফুল্ল ফুল ডোর
কেন কেড়ে লয়ে গেলে সুখ শান্তি মোর?
লুকালে কেন বা শেষে হৃদয় হরিয়ে,
হাসিয়া কাঁদালে কেন, কেন লো নিদয়ে?
জীবনের পরপারে কোথা তুমি আজ
প্রাণেতে তবুও জাগে ফুলরাণী সাজ!
বসন্ত কুসুম তুলি অতি সযতনে
সাজায়ে রেখেছি প্রিয়ে তব নিকেতনে,
মৃত্যুও পারেনি সখি! ছিঁড়িতে বাঁধন,
আনিয়া দিবে সে শেষে অনন্ত মিলন!

ঘুমাও, ঘুমাও সুখে সরলা কিশোরী
পুলকে স্মরিয়া বুকে স্বপন মাধুরী,
তোমার সুপ্তির কোলে, অঘোরে ঘুমায়,
জগতের কুটিলতা ভুলিয়া ব্যাথায়!

অয়ি! স্নেহময়ি! আয়তলোচনে,
দেখেছি তোমার হৃদয় গোপনে,
সেথাকার যত হাসি আর গান,
বুকেতে আমার লভিয়াছে স্থান!
কোমল তোমার মধুর পরশ,
এ নীরস প্রাণে করেছে সরস!

Love's philosophy.

পাগল নির্ঝর ছুটে নদীর সন্ধানে,
তটিনী সাগরে বাঁধে দৃঢ় আলিঙ্গনে,
সমীরণ বহে আনে মৃদু শিহরণ
অম্বরে বিলায়ে দিতে পুলক স্পন্দন,
যে দিকে ফিরাই আঁখি ভরা দশ দিক্
প্রেমিকার বুক ছাড়ি কোথায় প্রেমিক ?
তোমাতে আমাতে কেন এত ব্যবধান,
তোমার বুকেতে কিগো নাহি মোর স্থান ?
সমুন্নত গিরিরাজ চুমিছে অম্বরে,
চঞ্চলা তরঙ্গমালা বাঁধে পরস্পরে,
শোভন কুসুমরাজি আদরে গলিয়া,
বকুল চাঁপার গায়ে পড়িছে ঢলিয়া !
রবির কিরণ আসি মরতে লুটায়,
চাঁদিমা জ্যোছনা রাশি সাগরে বিলায়,
বিরাট শূন্যতা ভরা এ মধু মিলন,
তুমি না করিলে প্রিয়ে ! অধর চুম্বন !

কে তুমি এসেছ বালা ঊষারাণী সাজে
নীরবে বিজন পথে ফেলিয়া চরণ লাজে ?
তরুণ অরুণ রাগে রাঙিমা ফুটায়ে,
মধুর নয়নকোণে বিজলী ছুটায়ে
ধরার বুকেতে আজ সৌরভ ভরিয়ে,
যৌবন মাধুরী কারে দিতেছ বিলায়ে ?
কাহারে ভুলাতে বঁধু এত আয়োজন,
কে আজ লভিবে তব প্রিয় আলিঙ্গন ?

শৈশবে দেখেছি তারে সরলা প্রকৃতিবালা,
ঊষার শিশির সম চাহনি অমিয় ঢালা,
শিউলি চাঁপার সাথে কাটিত দিবস তার,
তাদেরি সকাশে বালা খুলিত হৃদয় দ্বার !
আবার দেখেছি তারে যৌবন মাধুরী ভরা
অতুল সৌন্দর্য্যময়ী হৃদয় পাগল করা !
অমল প্রেমের ধারা সন্তান বুকেতে ল'য়ে,
আর একদিন বালা এসেছিল এ আলয়ে,
শেষ দেখেছিনু সে মৃত্যু মলিন মুখ,
কেমনে ভুলিব বল সে গভীর দুঃখ ?

"সুনীল অঞ্চল খানি,

অম্বরে উড়ায়ে,

সৌরভে আকুল মালা,

গলাতে দুলায়ে,

কে আসি দাঁড়ালে সাঁঝে,

আমার কুটীরে,

আঘাত করিলা মৃদু,

হৃদয় দুয়ারে ?

এ রুদ্ধ অর্গল ঠেলি,

কোন্ প্রয়োজনে,

বিরাম ভাঙ্গিছ মোর,

কহ সুলোচনে !"

ধীরে উত্তরিলা বালা,

"চেন না আমায়,

মালা দিয়াছিলে তুমি,

কাহার গলায় ?

"মধুর বসন্ত রাতে,
উদ্দাম যৌবনে,
আমারে ভুলায়েছিলে,
শত প্রলোভনে,
নিঠুর ভুলেছ আজ,
কেমনে সে কথা,
কেন বা বরিয়াছিলে,
দিতে শুধু ব্যথা ?"
এতেক শুনিয়া যুবা,
নত করি শির,
উচ্ছ্বাস চাপিয়া বক্ষে,
উত্তরিলা ধীরে,—
"সত্য তোমার এ বাণী,
অপরাধী আমি,
বরেণ্যা আজিকে তুমি,
চরণে প্রণমি !
বসন্ত আমার তরে,
হয়নি রচিত,
নিমেষে লভিয়া তাই,
হয়েছি বঞ্চিত !

যৌবন কুসুম কুঞ্জে,

আধ ফোটা ফুল,

কেমনে ভাঙ্গিব বল,

আমার এ ভুল ?"

একটী প্রণামে তার,

নত করি দেহ,

নীরবে ফিরিলা বালা,

খালি করি গেহ !

Desiderta.

পুলক চকিত আমি,

ঝড়ের বেগে ছুটিয়া,

হেথায় এসেছি ত্বরা,

কাহারে বুকে স্মরিয়া ?

(তুমি) নিভৃতে শিলার কোলে,

বিরাম শয্যায়,

আমারে ভুলিয়া আছ

অনন্ত নিদ্রায় !

ভালবাসা আচ্ছা তবু,

ভোলেনি তোমায়,

যতনে রাখিয়া দেছে,

স্মৃতির ছায়ায় !

নিমেষের তরে কভু,

জীবনে আমার,

ভুলিতে পারিনি প্রিয়ে,

বিরহ তোমার !

কত কথা হায় সখি!

মনে পড়ে যায়,

প্রণয়ী বিরহ গাথা,

ভুলিতে কি চায়?

মহাকাল! তুমি তারে,

দিবে কি আনিয়া,

রুধিতে পারিনা আঁখি,

সে মুখ স্মরিয়া!

দুরন্ত শীতের রাতে,
ক্লান্ত অবসাদে
দাঁড়াল পথিক এক,
রাজার প্রাসাদে,
কটু কথা কহি তারে,
ভীম দৌবারিক,
তাড়াইয়া দিল পথে,
চলিল পথিক ;
কোলাহল শুনি কিন্তু,
দীন এক প্রজা,
পথিকে লইয়া গেল,
গৃহে আর সোজা,
সেথায় যতনে তারে,
খাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া,
আপন শয্যাটী ধীরে,
দিল বিছাইয়া !

পরম সন্তোষ লভি',
কহিল পথিক,
"আমারে পূজিলে তুমি,
রাজার অধিক,
অজানা বিদেশী আমি,
কোন দুঃসাহসে,
আমারে দিতেছ স্থান,
তোমার আবাসে ?"
অধরে চাপিয়া হাসি,
কহিল সে ধীরে,
"অতিথি ফেরেনা কভু,
দীনের কুটীরে !"

নির্ম্মাল্য

ভুবন ভোলানো রূপ,
আজিকে মলিন কেন ?
তরুণ অধর তোর,
কেন লো নীরস হেন ?
কোমল ও দুটী বাহু,
ফুলেরে দিত যে লাজ,
আজিকে শিথিল কেন,
কেন এ বিরহ সাজ ?
করুণ ও দুটী আঁখি,
বিজলী হানেনা আর,
মিটেছে কি সব সাধ,
নাহি কিছু বলিবার ?
যৌবন আজিকে তোর,
হয়ে গেছে বুঝি শেষ,
নিঠুর কালের দণ্ড,
রাখেনিক' কোন লেশ !
দয়িতে হরিয়ে তোর,
রেখে গেছে ভাঙ্গা বুক,
অভাগী আজিকে তুই,
তাই মশীমাখা মুখ !

কোন্ ঘাটে কবে, কোন্ সে প্রভাতে,
এ যাত্রা করেছি সুরু,
আঁধারেতে আর, চলে না তরণী,
বুক কাঁপে দুরু দুরু,
রজনী দিবস, কত কেটে গেল,
সাঙ্গ হ'ল না বাওয়া,
নব জনমের, কোন্ সে উষায়,
ঘুচিবে পথ চাওয়া ?
যাহাদের লাগি, বাঁধিয়া এ বুক,
সাগরে ভাসানু তরী,
একে একে তারা, গেল যে ছাড়িয়া,
আছি তবু দাঁড় ধরি !

শরণ লয়েছি ও রাঙা চরণে,
ছাড়িয়া যেয়োনা আজ,
ঠেলিয়োনা পায়ে, ফিরায়োনা প্রভু,
হেরিয়ে এ দীন সাজ !

মলিনতা যত তোমারিত' দান,
রতন ভূষণ মোর,
তাহা হ'তে আর প্রিয় কিবা আছে,
কিবা আছে প্রীতি ভোর ?

জীবনে আমার যত সাধ ছিল,
মেটেনিক' কিছু নাথ,
অনুতাপানলে জ্বলিছে এ হিয়া,
লভিতে তোমার সাথ !

এ দগ্ধ হৃদয়ে অমিয় ঢালিয়া,
দাও দাও প্রভু ঠাঁই,
অনাথ পালক তুমি যে হে নাথ,
এসেছি এসেছি তাই !

নির্ম্মাল্য

শরণ লয়েছি ও রাঙা চরণে,
ছাড়িয়া যেয়োনা আজ,
ঠেলিয়োনা পায়ে, ফিরায়োনা প্রভু,
হেরিয়ে এ দীন সাজ !
মলিনতা যত তোমারিত' দান,
রতন ভূষণ মোর,
তাহা হ'তে আর প্রিয় কিবা আছে,
কিবা আছে প্রীতি ভোর ?
জীবনে আমার যত সাধ ছিল,
মেটেনিক' কিছু নাথ,
অনুতাপানলে জ্বলিছে এ হিয়া,
লভিতে তোমার সাথ !
এ দগ্ধ হৃদয়ে অমিয় ঢালিয়া,
দাও দাও প্রভু ঠাঁই,
অনাথ পালক তুমি যে হে নাথ,
এসেছি এসেছি তাই !